রিক্সা চালিয়ে, চাষ করে চিন, জার্মানির পথে সুশান্ত, প্রীতম

স্টাফ রিপোর্টার: এক হাঁটু কাদা মাড়িয়ে চাষ করতে হয় তাঁকে। আর একজন অবসরে চাপ দেন রিক্সার প্যাডেলে। কিন্তু দুটো জায়গায় অদ্ভুত মিল দুজনের। দুজনের পায়েই বল পড়লে বদলে যায় সবকিছু।

সুশান্ত মালিক এবং প্রীতম কোটাল। হিন্দমোটর ফুটবল অ্যাকাডেমি থেকে দুজনেই এখন বিদেশে। সুশান্ত চললেন জার্মানিতে, বেয়ার্ন মিউনিখে। আর প্রীতম গেলেন চিনে, অনুর্ধ-১৯ জাতীয় দলের হয়ে।

বছর তিনেক আগে পথচলা শুরু করেছিল হিন্দমোটর ফুটবল অ্যাকাডেমি। দেশের অন্যতম সেরা মিডফিল্ডার গৌতম সরকারের হতে তুলে দেওয়া হয় দায়িত্ব। এখান থেকেই তৈরি হবে বাংলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ। এই শপথ নিয়ে কাজ শুরু করেন গৌতম। অক্লান্ত পরিশ্রম এবং শৃঙ্খলায় কয়েকদিনের মধ্যেই আলাদা জায়গা করে নিল হিন্দমোটর অ্যাকাডেমি। আর আজ, বছর তিনেক পরে কলকাতা ময়দানে এই অ্যাকাডেমির একাধিক ফুটবলার। সৌরভ সাঁধুখা, প্রীতম দাসরা খেলছেন সেলের হয়ে। তবে সবচেয়ে বড় সাফল্য নিঃসন্দেহে সুশান্ত এবং প্রীতম। কলিনটোলের কোচিংয়ে অনুর্ধ-১৯ জাতীয় দল এখন চিনে। সেই দলের নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ প্রীতম কোটাল। থাকেন উত্তরপাড়ায়। বাবা চালান রিক্সা। অভাবের সংসারে এখন আশার আলো দেখাচ্ছেন এই ছেলেটাই। ফুটবলই এখন ফোটাতে পারে পরিবারের মুখে হাসি। গৌতমের কাছে কৃতজ্ঞ প্রীতম। নিজের লড়াইটা তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন তাঁর ছেলেদের মধ্যেও।

জার্মানি যাওয়ার আগে সুশান্তকে বোঝাচ্ছেন গৌতম। —চিরঞ্জিত পালিত

ঠিক যেমন সুশান্তর ক্ষেত্রেও। বেয়ার্ন মিউনিখে ট্রেনিংয়ের জন্য চলছিল ফুটবল বাছাই। দায়িত্বে ছিলেন প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম নজরেই তাঁর পছন্দ হয় সুশান্তকে। চুঁচুড়ার গোটু গ্রামে চাষ করেন তাঁর বাবা অনিল মালিক। মাঝে-মাঝে কাদায় নেমে সাহায্য করতে হয় সুশান্তকেও। হিন্দমোটর অ্যাকাডেমি যখন চালু হল, তখন পিসি শিখাদেবীর হাত ধরে ট্রায়াল দিতে আসে সুশান্ত। গৌতম সরকারের জহুরি চোখ চিনে নেয় তাকে। তার পরেও ছিল স্কুলের সমস্যা। খেলার জন্য ছাড়তে চাইত না স্কুল। সেই চুঁচুড়ার গ্রামে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে বোঝাতেন অ্যাকাডেমির দায়িত্বে থাকা রজত ঘোষ। এতদিনে স্বপ্ন যেন সফল হল। জার্মানি রওনা হওয়ার আগে স্যার গৌতমকে জড়িয়ে ধরে প্রায় কেঁদেই ফেললেন সুশান্ত। বলল, "মোহনবাগানে খেলতে চাই। বড় ফুটবলার হয়ে দুঃখ ভোলাতে চাই বাবা-মার।"

আর কী বলছেন গৌতম সরকার। হিন্দমোটর অ্যাকডেমিকে নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন তাঁর। বলছিলেন, "বাংলার ফুটবল যে হারিয়ে যায়নি, এটা প্রমাণ করবই। সুশান্ত-প্রীতমদের মতো আরও ফুটবলার তৈরি হবে এই অ্যাকাডেমি থেকে।"